দৈনিক
ইনকিলাব

05 DEC 2005

বাজিতপুরে জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে অগ্নিসংযোগ ভাংচুর

ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ

এ কে নাহিম খান ও রফিকুল ইসলাম ঃ বাজিতপুরের ভাগলপুর জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে গত ৪ ডিসেম্বর রবিবারের ১ম বর্ষের ছাত্র তাওহিদুল আল-মাহমুদ (২০)-এর মৃত্যুকে ঘিরে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভে কলেজ ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছিল উত্তাল ও ভয়াবহ। দিনব্যাপী ভাঙচুর, কলেজে অগ্নিসংযোগ, ৫-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

বাজিতপুরে জহুরুল ইসলাম

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মাইক্রোবা পোড়ানো, অধ্যক্ষসহ ৫ জনের পদত্যাগের দাবীতে অধ্যক্ষকে অবরোধ; ড্রাইভারকে আটক করে ঢাকাগামী এগারসিন্দুর ট্রেনকে বাজিতপুর ষ্টেশনে আটক; ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় সমগ্র ক্যাম্পাস ও ভাগলপুর এখন নিশিরাতের মত ভয়াবহতায় রূপ নিয়েছে। ঘটনায় আনুমানিক ৫০ লাখ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি এবং অধ্যক্ষ, সহ-সুপার ও ছাত্র-ছাত্রীসহ শতাধিক আহত হয়েছে। কলেজ প্রশাসন অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সন্ধ্যার মধ্যে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষ ডাক্তার সৈয়দ মাহমুদুল আজিজ, সুপারিনটেনডেন্ট জাহিরুল ইসলাম বিশ্বাস, সহ-সুপার ডাঃ রেজাউল বারি, ডাঃ বাহার উদ্দিন ভূঞা, ডাঃ খালেকুজ্জামান ববিসহ আরো ক'জনের পদত্যাগের দাবী করেছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা হোস্টেল ত্যাগে অসম্মতি জানিয়েছে। শত শত বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রী সাংবাদিকদের জানায়, বছরের পর বছর অধ্যক্ষসহ কলেজ প্রশাসন ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক নির্যাতন করে আসছে; কথায় কথায় ছাত্র-ছাত্রীদের করছে সাসপেন্ড; অসুস্থতা বা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু সংবাদে বাড়ীতে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না; একটা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেই ১০০০ টাকা জরিমানাসহ নানাবিধ মানসিক পীড়ন করে আসছেন। ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, এ অবস্থায় আমাদের পেছনে ফিরে তাকাবার সুযোগ নেই'।

গত ৩ ডিসেম্বর শনিবার ১ম বর্ষে ইংরেজী ক্লাসে প্রত্যক্ষ সাইদা তানিয়া সম্পর্কে একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে অধ্যক্ষ সৈয়দ মাহমুদুল আজিজ-ছাত্র তাওহিদুল আল-মাহমুদকে ডেকে নিয়ে নানাভাবে ভর্ৎসনা করেন এবং লাখ টাকা জরিমানাসহ বরখাস্তের হুমকি দেন। এতে ক্যাডেট কলেজ থেকে পাস করা মেধাবী ছাত্র তাওহিদুল আল-মাহমুদ অপমানবোধ করে তার ডায়রী ও একটি চিরকুটে 'আমার মৃত্যুর জন্য অধ্যক্ষ দায়ী' সহ আরো কিছু করুণ মন্তব্য লিখে কাকেও কিছু না জানিয়ে গত রাতেই (শনিবার) হোস্টেল ত্যাগ করে। রবিবার সকাল ১১টায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে পারে যে, বাজিতপুর উপজেলার ডুলিরচর নামক স্থানে ট্রেনে কাটা ধড়-বিধড় একটি লাশ পড়ে আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা দ্রুত সেখানে গিয়ে এ লাশ সহপাঠী তাওহিদুল আল-মাহমুদের বলেই শনাক্ত করে। এ অবস্থায় মেডিকেল কলেজের শত শত ছাত্র-ছাত্রী ফুঁসে উঠে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের একটি কক্ষে অধ্যক্ষসহ আরো ৫ জনকে অবরুদ্ধ করে এবং সমগ্র কলেজের দরজা-জানালা, আসবাবপত্র ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অধ্যক্ষসহ অন্যদের উদ্ধার করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্থানীয় পুলিশসহ জেলার রিজার্ভ পুলিশ তলব করা হয়েছে। স্থানীয় এমপি মজিবুর রহমান মঞ্জু, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, ইউএনওসহ স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বাজিতপুর ষ্টেশনে আটক আন্তঃনগর এগারসিন্দুর সন্ধ্যা ৫.৩০ মিঃ সাড়ে তিন ঘন্টা বিলম্বে ঢাকার উদ্দেশ্যে বাজিতপুর ষ্টেশন ছেড়ে যায়।